তুষার

কাহিনী • সুবোধ ঘোষ

পরিচালনা : তপন সিংহ

উত্তমকুমার প্রযোজিত

উত্তরায়ণ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **তপন সিংহ**

কাহিনী : সুবোধ ঘোষ সুরারোপ : আশীষ খাঁ

রূপায়ণে : **উত্তমকুমার • অরুন্ধতী দেবী**

বিকাশ রায়, বিনতা রায়, অনিল চ্যাটার্জী, কাজল গুপ্ত বীরেন চ্যাটার্জি, বীরেশ্বর সেন, বঙ্কিম ঘোষ, জপনাথ চক্রবর্তী, শৈলেন মুখার্জি, অজিত গাঙুলী, রথীন ঘোষ রসরাজ চক্রবর্তী, সাধন সেনগুপ্ত, বিমল ব্যানার্জি, গীতা দে, স্মিতা সিংহ, কৃষ্ণকলি মণ্ডল, পিঙ্কি, অভিনব গুপ্ত, অমল সরকার, শোভেন চ্যাটার্জি, রণদীপ চিব্‌বা গৌতম ও শোভন

গুরুদেবের 'আমার যে সব দিতে হবে' ও 'নূপুর বেজে যায় রিণি রিণি' বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মিঃ ডি, এন, ভট্টাচার্য, মিঃ বিনয় কুমার চ্যাটার্জি মিঃ বেনজামিন পোক্, মিঃ নির্মল ঘোষ, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, অলিম্পিয়া, সাউদার্ণ স্যানিটারী, হসপিট্যাল এম্বিয়ান্সেস, মেজর এন, চক্রবর্তী, ডাঃ এস, এন, ঘোষ, সাউথ পয়েন্ট নার্সিং হোম, মিঃ সি, ডি, লিণ্ডে, মহম্মদ সাদাতুল্লা নাকতলা হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ

এন. টি. নং ১ ও এস. এস. সি. এস ষ্টুডিওতে ওয়েষ্ট্রেক্স্ ও আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর, বি, মেহেতার তত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের তৃতীয় নিবেদন

কাহিনী

ভালোবেসেই ঘর বেঁধেছিলো ওরা। ওরা অর্থে শতদল আর মাধুরী। 'উচ্চ বৃক্ষচূড়ে কপোত-কপোতী যথা'···দিনগুলি সেই মতোই বয়ে যাচ্ছিলো খুশির হাওয়ায়, আনন্দের ধারায়। কিন্তু—

ব্যাহত হোলো নিরবচ্ছিন্ন গতি। ছন্দপতন ঘটলো! আর ভালো লাগে না ঘর। ঘরের মানুষকেও। কাছে থেকেও যেন কতো দূর মনে হয়। সব ফাঁকা ফাঁকা ধোঁয়ায় ঢাকা! এ শূন্যতা ভরে দিতে পারত হয়তো কচি মুখের আধ আধ ভাষা, মিষ্টি মিষ্টি হাসি, কিন্তু সেদিক থেকেও ওরা বঞ্চিত। তাই মাধুরী মেয়ে স্কুলের কাজের মাঝে নিঃসংগতাকে নির্বাসন দিতে চেষ্টা পায়, শতদল পার্টিতে, হেথায় সেথায় নিজেকে রাখে সরিয়ে।—

পাশের ফ্ল্যাটের নিখিলেশ আর সুষমার জীবনেও শান্তি নেই। স্বচ্ছলতা নামে সুখের ধারাটি এদের সংসারে উর্বরতা এনেছে কিন্তু তিক্ততা দূর করতে পারেনি। এদের তো ঘরে শিশুর পদধ্বনি নিত্য মুখরিত, তাকে সমাদর জানাবার অবকাশ নেই কারুর। সমীর তাই নিজের ঘর ফেলে মাধুরী-শতদলের সংসারের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। ওরাও দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেষ্টা করে, সমীর যেন দক্ষিণ সমীরণ, ফুসফুস ভরে দেয় ফোটাফুলের সৌরভে।

সুপ্রিয়র ছোট্ট সংসারে অভাব আছে অনটন আছে কিন্তু তৃপ্তির পাত্র কানায় কানায় ভরা ওদের জীবনের। দুটি সন্তানের আদর্শ জনক-জননী সুপ্রিয়-দম্পতি। বৃহতের ভুবনে ওরা অপাংক্তেয় হলেও আনন্দের স্বর্গে অধিকার ওদের অবাধ।

শতদল-মাধুরীর প্রেমের মাধুরী ম্লান হয়ে আসে, তিক্ততা বৃদ্ধির আগেই সব বন্ধন ছিন্ন করে ওরা! ভার ব'য়ে লাভ কি যদি না প্রাণের সাড়া মেলে?

নিখলেশ-সুষমার সে সামর্থ্য নেই; ওরা হানাহানি করে বন্ধন মুক্তির দুঃসাহসের পরিচয় দিতে অক্ষম।

* * *

দীর্ঘ সাতটি বছর মহাকালের স্রোতের ধারায় হারিয়ে যায়! শতদল আর মাধুরী কোন্ অদৃশ্য হাতের ইংগিতে আবার মুখোমুখি হয় নিভৃত অবকাশে··· স্মৃতির আকাশে যে দুঃস্বপ্নের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো উভয়েরি, প্রশান্তির বাতাসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তা নিঃশেষে। বিচিত্র অনুভূতি ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈভবে চির শূন্যতা রঞ্জিত করে তোলে!

● ● ●

'জতুগৃহ'-এ ভালোবাসার ত্রিধারা প্রবাহিত—এ কিছু কবি-কল্পনা নয়, আজকের মানুষের জীবনের প্রজ্বলিত বাস্তব-রূপ!!

গান

১

আমার যে সব দিতে হবে,
সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে দেখা,
আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা,
আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে॥
আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা
হৃদয় পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে
উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা
হতেছে তার বাধা
বাজবে যখন তোমার হবে,
তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে॥
আমারই আনন্দ আমার দুঃখ সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে
তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন,
তারা তোমার হবে।
সব দিতে হবে॥

২

নূপুর বেজে যায় রিণি রিণি
আমার মন কয় চিনিচিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে
মাধুরী বিতানের ছায়ে ছায়ে
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কনে কিনিকিনি
আমার মন কয় চিনিচিনি॥
পারুল শুধাইল কে তুমি গো,
অজানা কাননের মায়ামৃগ।
কামিনী ফুলকুল হরষিছে
পবন এলোচুল পরশিছে
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি
নূপুর বেজে যায় রিণিরিণি॥

৩

দিন্ওয়া সে মিলে যইসে
বিছুড়িকে রাত
হো গোরি—বিছুড়িকে রাত,
জনম জনম তইসে ছোড়বে ন হাত।
গোরি তোরে ছোড়বে ন হাত।

কলাকুশলী

চিত্রশিল্পী : বিমল মুখার্জি
শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জি (অন্তঃদৃশ্য)
নৃপেন পাল (অন্তঃদৃশ্য)
দেবেশ ঘোষ (বহিঃদৃশ্য)
সম্পাদনা : সুবোধ রায়
শিল্পনির্দেশ : সুনীতি মিত্র
দৃশ্যপট : রামচন্দ্র সিন্ধে
সংগীতগ্রহণ ও
শব্দ পুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
রূপসজ্জা : মদন পাঠক
কর্মসচীব : রতন চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপনা : শান্তি চৌধুরী
স্থিরচিত্র : ক্যাপস
প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী
প্রচারশিল্পী : আর্টিষ্ট কনসার্ণস্, সেঞ্চুরি পাবলিসিটি, ষ্টুডিও একস , এল

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : বলাই সেন, শ্যামল চক্রবর্তী, পলাশ ব্যানার্জি, উজ্জ্বল মিশ্র
চিত্রশিল্পে : দীপক দাস, অমূল্য দত্ত, ক্ষেত্রলক্ষ্মা ০ শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ
সম্পাদনায় : নিমাই রায় ০ শিল্পনির্দেশে : বুদ্ধদেব ঘোষ ০ সংগীতগ্রহণ ও
পুনঃশব্দযোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি ০ রূপসজ্জায় : শম্ভু দাস ০ ব্যবস্থাপনায় :
গৌর দাস, বনমালী পাণ্ডে, বাহাদুর ০ রসায়ণাগারে : তারাপদ চৌধুরী
মোহন চ্যাটার্জি, অবনী রায়, ধীরেন বিশ্বাস ০ সাজসজ্জা : যতীন কুণ্ডু
আলোক সম্পাত : দুলাল শীল, শম্ভু ব্যানার্জি, নিতাই শীল, জগু সিং
শৈলেন দত্ত, হরিপদ হাইত ০ মঞ্চনির্মাণ : ভোলানাথ ভট্টাচার্য

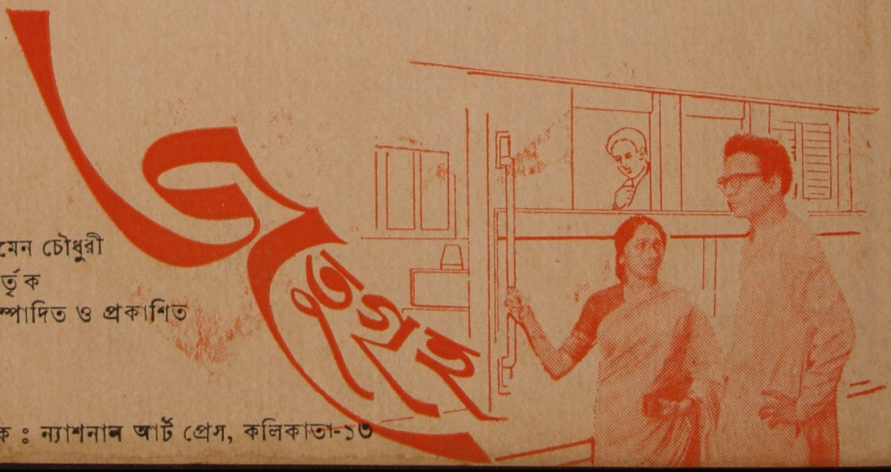

রমেন চৌধুরী
কর্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মুদ্রক : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩